জঙ্গলমহলের হারিয়ে যাওয়া রান্নার খোঁজে

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঝাড়গ্রাম

বার্গার, হট-ডগে মজে থাকা
জন্মের স্বাদ বদলে উদ্যোগী
ঝাড়গ্রাম ব্লকের মানিকপাড়া
ন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
। কলেজ কর্তৃপক্ষের
নে পুজোর আগে হারিয়ে
ঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকার
ন্নার খোঁজে আয়োজন করা
রদীয় খাদ্য মেলা'।
মী ১৩ অক্টোবর কলেজ
ওই খাদ্যমেলায় কলেজ
নিয়ে গঠিত ১৩টি স্টুডেন্ট
-গ্রুপ খাবারের স্টল দেবে।
ত থাকবে রসনাতৃপ্তির
য়াজন। পশ্চিম মেদিনীপুর
গ্রাম জেলার বিভিন্ন
লিকেও উৎসবে আমন্ত্রণ
য়েছে। পড়শি কলেজগুলির
য়ারাও খাবারের স্টল দিতে
জঙ্গলমহলের ঝাল চা, দূর্বা

শরবত, চিরতা বড়ি, ভুৎকু ভাজি (এক ধরনের মাশরুম ভাজা), থানকুনি ভর্তা, কুমড়ো পাতার ভর্তা, ডালের চপের পাশাপাশি, ফিরনি, গজা, নারকেল নাড়ু, ডাল জিলিপি, মাংস পিঠের মতো নানা খাবারের আয়োজন করছেন ছাত্রী ও শিক্ষিকারা।

কলেজের হীরকজয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এমন খাদ্য মেলার আয়োজনের পিছনে রয়েছে স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। ১৯৬৪ সালে স্বামীজির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই কলেজের সূচনা হয়। সেই কারণে কলেজের নামের সঙ্গে 'বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী' কথাটি জুড়ে রয়েছে। খাদ্যমেলার দেখভালের দায়িত্বে থাকা কলেজের বাংলার বিভাগীয় প্রধান তাপস হাইৎ বলছেন, "স্বামীজি বরাবরই দেশীয় খাবারের প্রতি আগ্রহের কথা বলেছেন। তিনি প্রচলিত খাবার পছন্দ করতেন। সেই আদর্শকে পাথেয় করেই আমাদের এই উদ্যোগ।" কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'মহাত্মা গান্ধী সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ রুরাল এডুকেশন'এর আওতায় পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করার লক্ষে কলেজের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্রীদের নিয়ে ১৩টি স্টুডেন্ট সেলফ হেল্প-গ্রুপ গড়া হয়েছে। ২০২২ সালে কেন্দ্র সরকার এই ধরনের স্টুডেন্ট সেলফ হেল্প-গ্রুপ গড়ার উপর জোর দেয়।

কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, স্টুডেন্ট সেলফ হেল্প-গ্রুপ গড়ার ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। তবে এখনও ছাত্রদের নিয়ে স্টুডেন্ট সেলফ হেল্প-গ্রুপ গড়া যায়নি। এর মূল কারণ, ছাত্রীরাই হাতের কাজ ও রান্না-বান্নার কাজে আগ্রহী। কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দু'হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে বিভিন্ন বর্ষের ৭০ জন ছাত্রী ওই ১৩টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কলেজ পড়ুয়া শর্মিষ্ঠা মাহাতো, রানি সেন, অর্পিতা মাহাতোরা জানাচ্ছেন, জঙ্গলমহলের সাবেক খাবারগুলি যেমন সুস্বাদু, তেমনই স্বাস্থ্যগুণে ভরপুর। সে রকমই কিছু খাবার তাঁরা হাজির করবেন খাদ্যমেলায়। কলেজের অধ্যক্ষা উমা ভৌমিক বলেন, "পড়ুয়াদের নিয়ে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির তৈরি হস্তশিল্প ও খাবারদাবার নিয়ে কলেজে প্রতি মাসে একবার 'বিবেক-বাজার' বসানো হয়। পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারাই সে সব কেনেন। এ বার বড় আকারে অভিনব খাদ্য মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। ওই মেলায় সবাই স্বাগত।"